



13480 - রমজান মাসেরে বশৈষ্টিয়সমূহ

প্রশ্ন

রমজান বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকলপ্রশংসাআল্লাহরজন্য। রমজান: আরবি বার মাসেরে একটি মাস। এ মাসটি ইসলাম ধর্মে সম্মানতি। অন্য মাসগুলোর তুলনায় এ মাসেরে বিশেষে কিছু বশৈষ্টিয় ও মর্যাদা রয়েছে। যমেন : ১. আল্লাহ তাআলা এ মাসেরে রজা পালন করাকইসলামেরে চতুর্থ রুকন হিসেবে নির্ধারণ করছেন। আল্লাহতাআলাবলনে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [2 البقرة : 185]

“রমজান মাস এমন মাস যেরে মাসকুরআন নাযলি করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হদীয়তেরে উৎস, হদীয়াত ও সত্য মথিয়ার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হিসেবে। সুতরাং তমোদরে মাঝে যেরে ব্যক্তি এই মাস পাবসে যেনে রজা পালন করো।”[২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

وثبت في الصحيحين البخاري (8) ، ومسلم (16) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبد الله ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " .

সহীহ বুখারী (৮) ও সহীহ মুসলমি (১৬)-এ ইবনউমের (রাঃ) এর হাদিস থেকে প্রমাণতি হয়েছে যেরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ইসলাম পাঁচটিখুঁটির উপর নির্মতি। (১) এইসাক্ষ্যদেওয়াযেআল্লাহছাড়াআরকোনসত্যইলাহ (উপাস্য) নহে এবংমুহাম্মাদআল্লাহরবান্দাওতাঁররাসূল (২) সালাত কায়মে (প্রতিষ্ঠা) করা (৩) যাকাতপ্রদানকরা (৪) রমজানমাসেরেজাপালনকরাএবং (৫) বায়তুল্লাহ শরফিরেহজ্জআদায় করা”।

২. আল্লাহ তাআলা এইমাসকুরআননাযলিকরছেন। যমেনটিতিনি ইতপূর্ববে উল্লেখতি আয়াতে বলছেন:

[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (2 البقرة : 185)

“রমজান মাস এমন মাস যবে মাসকুরআন নাযলি করা হয়ছে; মানবজাতরি জন্য হদিয়াতেরে উৎস, হদিয়াত ও সত্য মথিয়ার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হসিবে। [২ সূরা আল-বাক্বারা: ১৮৫]তনি আরও বলছেন :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ] (97 القدر: 1)

“নশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) লাইলাতুল কদরে নাযলি করছি।”[৯৭ সূরা আল-ক্বাদর:১]

৩. আল্লাহ তাআলা এ মাসে লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনী রখেছেন।যে রাত্রি হাজার মাসেরে চয়ে উত্তম।আল্লাহ তাআলাবলনে:

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ هـ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ] (97 القدر: ১ - ৫)

১. নশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) লাইলাতুল কদরে নাযলি করছি।২. আপনি কি জানেন- লাইলাতুল কদরকি? ৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।৪. এই রাতে ফরেশেতাগণ ও রূহ (জিবরীলআলাইহসি সালাম) তাঁদেরে রবেরে অনুমতকিরমে সকল সদিধান্ত নিয়ে অবতরণ করেন।৫. ফজরেরে সূচনা পর্যন্ত শান্তমিয়।”[৯৭ আল-কাদর :১-৫]

তনি আরও বলছেন :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (44 الدخان: 3)

“নশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) এক মুবারকময় (বরকতময়) রাতে নাযলি করছি।নশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।”[৪৪ আদ-দুখান : ৩]

আল্লাহতাআলারমজান মাসকে লাইলাতুল কদর দিয়ে সম্মানতি করছেন। আর এই বরকতময় রাতেরে মর্যাদা বরণনায় সূরাতুল কদর নাযলি করছেন।এ ব্যাপারে অনেকে হাদসি বরণতি হয়ছে।আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বরণতি হাদীসে তনি বলেনরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলছেন:

“তোমাদেরকাছরেমজান উপস্থতিহয়ছে। একবরকতময়মাস। আল্লাহ তোমাদেরেউপর এমাসসেয়্যামপালনকরাফরজকরছেন।

এমাসআসমানেরেদরজাসমূহখুলদেয়োহয়। জাহান্নামেরেদরজাসমূহবন্ধকরদেয়োহয়।

এমাসঅবাধ্যশয়তানদেরেশকেলবদ্ধকরাহয়।এমাসআল্লাহ এমন একটরীত রখেছেনযাহাজারমাসেরে চয়েউত্তম।যে

ব্যক্তএরাতেরে কল্যাণ হতে বঞ্চিতহলসবেযক্তি প্রকৃতপক্ষইবঞ্চিত।”[হাদসিটা বরণনাকরছেননাসাঈ (২১০৬) ও



ইমামআহমাদ (৮৭৬৯) এবংশাইখ আলবানী‘সহীহুততারগীব’ (৯৯৯) গ্রন্থে হাদিসটিকিসেহীহআখ্যায়তি করছেন]

আর আবু হুরাইরাহরাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতিয়ে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলছেন:“যে ব্যক্তিঈমানের সাথেএবং সওয়াবেরআশায়লাইলাতুলক্দের বা ভাগ্য রজনীতনোমাজ

আদায়করবতোরঅতীতরেসমস্তগুনাহমাফকরদেয়োহবে।”[হাদিসটি বর্ণনাকরছেনআল-বুখারী (১৯১০) ওমুসলমি (৭৬০)]

৪. আল্লাহ তাআলা এই মাসে ঈমান সহকারে ও প্রতিদিনের আশায় সিয়াম ও ক্বিয়ামপালন (রোজা ও নামাজ আদায়) করাকে গুনাহ মাফের কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন। যমেনটি সহীহ বুখারী (২০১৪) ও সহীহ মুসলমি (৭৬০) -এ আবু হুরায়রারাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি হয়েছে নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেন:“যেব্যক্তি রমজানমাসেঈমানসহকারেওসওয়াবেরআশায়রোজাপালনকরবতোরঅতীতরেসমস্তগুনাহ মাফকরদেয়োহবে।”এবং সহীহবুখারী (২০০৮) ও সহীহ মুসলমি (১৭৪)-এআবু হুরায়রা (রাঃ) হতে আরওবর্ণতিহয়ছেযেনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেন: “যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান সহকারে ও সওয়াবেরআশায় নামায আদায় করবে তার অতীতরে সব গুনাহমাফ করে দেয়ো হবে।”

মুসলমিগণ এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) করছেন যে, রমজান মাসে রাতের বেলা ক্বিয়াম পালন (নামায আদায় করা) সুন্নত। ইমাম নববী উল্লেখ করছেন: “রমজান

মাসকেক্বিয়ামকরারঅর্থহলতারাবীরনামাযআদায়করা।অর্থাৎতারাবীরনামাযআদায়রেমাধ্যমকেক্বিয়ামকরারউদ্দেশ্যসাধতিহয়।”

৫.আল্লাহ তাআলা এই মাসে জান্নাতগুলোর দরজা খোলারখনে, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখেন এবং শয়তানদেরকশেকেলবদ্ধ করেন। যমেনটি দুই সহীহ গ্রন্থ সহীহ বুখারী (১৮৯৮) ও সহীহ মুসলমি (১০৭৯)-এ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেন: “যখন রমজান আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়ো হয় এবং শয়তানদেরকে শকেলবদ্ধ করা হয়।” ৬. এমাসেরপ্রতিরাতআল্লাহজাহান্নামথেকেতৌরবান্দাদরেমুক্তকরেন। ইমামআহমাদ (৫/২৫৬) আবুউমামাহ -এর হাদিসথেকেবর্ণনাকরছেনযে,নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম বলছেন:“প্রতিদিনইফতারেরসময় আল্লাহকিছু বান্দাকে (জাহান্নামথেকে) মুক্ত করেন।”আল-মুনযারীবলছেনহাদিসটিরসনদকোনসমস্যানেই। আলবানী‘সহীহুততারগীব’(৯৮৭) - গ্রন্থেহাদিসটিকে সহীহআখ্যায়তিকরছেন। বাযযার (কাশফ৯৬২) আবুসাঈদের হাদিসথেকেবর্ণনাকরছেনযে, তিনিবিলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে প্রতি দিনে ও রাত্রে কিছুবান্দাকে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন। আর নিশ্চয় একজন মুসলমিরে প্রতি দিনে ও রাত্রে কবুল যোগ্য দুআ’ রয়েছে।” ৭. রমজান মাসে সিয়াম পালন পূর্ববর্তী রমজান থেকে কৃত গুনাহসমূহকে মটিয়ে দেয়; যদি কবরি গুনাহ থেকে বঁচে থাকা হয়।যমেনটি প্রমাণতি হয়েছে ‘সহীহ মুসলমি’ (২৩৩)-এ। নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলছেন:“পাঁচ ওয়াক্তনামায, এক জুমা থেকে অপর জুমা, এক রমজান থেকে অপর রমজান এদেরমধ্যবর্তী গুনাহসমূহেরে জন্ম কাফফারা হয়ে যায়; যদি কবরি গুনাহ থেকে বরিত থাকা হয়।”

৮. এই মাসে সিয়াম পালন বছররে দশমাস সিয়াম পালন তুল্য। সহীহ মুসলমি (১১৬৪)-এআবু আইযুব আনসারীর হাদসিবেরণতি হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল, এরপর শাওয়াল মাসেও ছয়দিন রোজারাখল সে যেনে সারা বছররোজা পালন করল”।

ইমাম আহমাদ (২১৯০৬)বর্ণনা করছেন যে, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেন:“যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম পালন করল- রমজানরে একমাস রোজা দশমাস রোজা রাখার সমতুল্য। আরঈদুল ফতিবররে পর (শাওয়াল মাসরে) ছয় দিন রোজা রাখলযেনে গোট্টা বছররে রোজা হয়ে গলে।”

৯. এই মাসে যে ব্যক্তি ইমামরে সাথেইমাম যতক্ষণ নামায পড়নে ততক্ষণ পর্যন্ত কয়ামুল লাইল (তারাবী নামায) আদায় করবে সে ব্যক্তি সারা রাত নামায পড়ার সওয়াব পাবে।দলিল হচ্ছে- আবু দাউদ (১৩৭০) ও অন্যান্য মুহাদ্দসি আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুথকে হাদসি বর্ণনা করনে তিনি বলেন রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেন: “যে ব্যক্তি ইমাম নামায শেষে করা পর্যন্ত ইমামরে সাথে কয়াম করবে তার জন্য সারারাত কয়াম করার সওয়াব লখো হবে।”আলবানী ‘সালাতুত তারাবী’ গ্রন্থ (পৃঃ ১৫) –এ হাদসিকে সহীহ আখ্যায়তি করছেন।

১০. এই মাসে উমরাআদায় করাহজ্জকরারসমতুল্য। ইমামবুখারী (১৭৮২) ওমুসলমি (১২৫৬) ইবনে আব্বাসথেকেবেরণনাকরনেযে, তিনিবিলনে:রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী মহলিককে জিজ্ঞাসে করলনে:“কসি আপনাকে আমাদরে সাথে হজ্জ করতে বাধা দলি?”মহলি বললনে:“আমাদরে পানি বহনকারী শুধু দুটো উট ছিল।”তঁর স্বামী ও পুত্র একটী পানি বহনকারী উটে চড়ে হজ্জে গয়িছেলিনে।তিনি বললনে:“আর আমাদরে পানি বহনরে জন্যএকটী পানি বহনকারী উট রখে গয়িছেনে।”তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে:“তাহলে রমজান এলে আপন উমরা আদায় করুন। কারণ এ মাসেউমরাকরা হজ্জ করার সমতুল্য।”

সহীহ মুসলমিরে রেওয়াজতে আছে: “.....আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য।”

১১. এ মাসে ইতকিফ করা সুন্নত। কারণ নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামপ্রতি রমজানে ইতকিফ করছেন। যমেনটী বর্ণতি হয়েছে আয়শোরাদিয়াল্লাহুআনহাথকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজান মাসরে শেষে দশদিন ইতকিফ করতনে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতকিফ করছেন।[হাদসিটী বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (১৯২২) ও মুসলমি (১১৭২)]

১২. রমজান মাসে পারস্পারকি কুরআন তলোওয়াত ও ব্যক্তিগিতভাবে বেশি বেশি তলোওয়াত করা তাগদিপূরণ মুস্তাহাব্ব।মুদারাসা বা পারস্পারকি তলোওয়াত বলতে বুঝায় একজন তলোওয়াত করা অন্যজন সটো শূনা। আবার দ্বিতীয়জন তলোওয়াত করা এবং প্রথমজন সটো শূনা।এই পারস্পারকি তলোওয়াত মুস্তাহাব্বহওয়ারদলীল হলো:



أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُذَارِسُهُ الْقُرْآنَ " رواه البخاري (6) ومسلم (2308))

“জবিরাইল (আঃ)রমজানমাসে প্রতরিতনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এরসাথসোক্ষাৎকরতনেএবং পরস্পরকুরআন তলোওয়াকরতনে।”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনইমামবুখারী (৬) ওমুসলমি (২৩০৮)]

যে কোন সময় কুরআন তলোওয়াকর মুস্তাহাব। আররমজানএ এটিআরও বেশেতাগদিপূরণ মুস্তাহাব। ১৩. রমজান মাসে রোজাদারকে ইফতার খাওয়ানও মুস্তাহাব।এর দলীল হচ্ছ-যায়দে ইবনে খালদি আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণতি তিনি বলেন রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলছেন:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " رواه (الترمذي (807) وابن ماجه (1746) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (647).

“যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাতে সে ব্যক্তি রোজাদারের সমতুল্যসওয়াবপাবে।কিন্তু সেই রোজাদারের সওয়াবেরকোন কমতি করা হবে না।”[হাদসিটি বর্ণনা করছেন ইমাম তরিমযী (৮০৭) ওইবনে মাজাহ (১৭৪৬)।শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তরিমযী’(৬৪৭) গ্রন্থহেদসিটিকি সহীহ আখ্যায়তি করছেন]দখুন প্রশ্ন নং (12598)

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।